-মডেল-

শরীর নিস্পন্দ।এক পা আলগোছে অন্য পায়ের উপর তোলা।গায়ে লাল ছাপা শাড়ি সঙ্গে রংজ্বলা ব্লাউজ,বসা স্থিরচিত্রের ভঙ্গিতে।চোখের তারায় আলোর বিন্দু।অভ্যস্ত হাত শাড়ির আগল উন্মুক্ত করতে ব্যস্ত, দৃষ্টি ঘরের এক কোণে।আর তাঁর উপর স্থিরদৃষ্টি ঘরে উপস্থিত ১৫জনের।

কখনো কখনো মনে হয় এ শহরে চারিদিকে শুধু দেওয়াল আর দেওয়াল কোনো জানলা নেই,মনে হওয়াটা ছিল নীতির,গল্পটাও তাঁরই।

বিয়ের এক্ যুগের মাথায় স্বামী মরলে,মনে হয়েছিল সব শেষ কিন্তু সেটা ছিল শেষ থেকে শুরু।উপলব্ধি হল,মৃত্যুর থেকেও বড় দুঃখ খিদে।
প্রথম প্রথম লজ্জা-কষ্ট-ভয়ের চোরাবালিতে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেবেছিল এত জনের সামনে উদোম হওয়া ছিঃ ছি, কিন্তু আড়াল সরার সঙ্গে টাকা বাড়ার সম্পর্ক সমানুপাতিক,অগত্যা..।
মূর্তির মতো নিশ্চল নিস্পন্দ থাকতে হবে, চেয়ে থাকতে হবে নিষ্পলক,নীতিও তেমনভাবেই চেয়েছিল রক্তমাংসের জড়বস্তু যেমন চাইতে পারে আর কি।

নীতিকে প্রথম দেখি আর্ট কলেজের ক্লাসরুমে,খবরের কাগজের একটা অ্যাসাইনমেন্ট এ গিয়ে।
এখানেই তাঁর পুনর্জন্ম।ঢোকার আগে লজ্জা সংস্কারকে দরজার বাইরেই ছেড়ে আসতে হয়েছে।

নীতি আর্টের ন্যুড মডেল।
শুরুতে প্রতি সিটিংয়ে পেত ৬০০ টাকা এখন সেটা বেড়ে ১১০০ টাকা,আড়াল না থাকলে আরও ১০০বেশী।

পেটে খিদে শরীরে লাজ চলেনা।শিল্প সব সময়ই সুন্দর আর বাস্তব অধিকাংশই ভয়ংকর,দুই মিলিয়ে ভয়ংকর সুন্দর,এই দুইয়ের সহাবস্থান নীতির মতো মডেলরা।
দেখতে দেখতে লোকলজ্জার গন্ডি পেরিয়ে এই কাজে বছর দশেক হল তাঁর।

ক্যানভাসে ক্যানভাসে রোজ স্পষ্ট হয় তাঁর শরীর, নগ্নতার পাঠ নেয় সবাই।
এক সপ্তাহে কাজ পাওয়া যায় তো বাকি সপ্তাহ অনিশ্চিত।পেমেন্ট কয়েকমাস পর।

প্রথম টাকাটা পাওয়ার দিন বৃষ্টি নেমেছিল,ফেরার পথে নাকি সোঁদা গন্ধ কে ছাপিয়ে নীতির নাকে লাগছিল গরম ভাতের গন্ধ,হাতে ছিল গোরা ময়রার গুড়ের মন্ডা,আর মুরগির মেটে,লম্বা দানার আঙুর ছেলের জন্য।
এরকম মডেলরা না থাকলে আর্টের একটা শাখা শুকিয়ে যেত,এখনও হাল খুব ভালো নয়।মহিলা পুরুষ মিলিয়ে এই শহরের মডেল সংখ্যা সাকুল্যে ৩০ ও নয়।
কাজের সূত্রে জানি এসব মডেলরা আড়ালেই থাকতে চায়।পরিচিতরা শরীরের সাথে চরিত্রেরও ময়নাতদন্তের আসর বসায় প্রায়ই।

তার উপর থ্যাংকলেস জব।

এই মডেল পরিচয়টা ওরা হাতে গোনা ছাত্র শিক্ষকের বাইরে তৃতীয় কাউকে জানাতে চায়না।
নীতি এই কলেজের সবচেয়ে পুরোনো মডেল,ছেলে জানে মা আর্ট কলেজে চাকরি করে।

ওর অনেক গল্পই শুনেছিলাম, এমন অনেক ভালোলাগা মন্দলাগা আর্ট কলেজের হাওয়ায় ভাসে।

নীতির আক্ষেপ মোটা চাল,থেকে চালানি মাছ,প্লাস্টিকের চপ্পল,ডুপ্লিকেট সাবান সবের দাম বেড়েছে, কেবল তাদের দাম বাড়েনি।

ঘন্টার পর ঘন্টা একরকমভাবে বসে থাকা সঙ্গে পাঁচ মিনিটের বিরতি চা আর বাথরুমের জন্য,তাও ঘন্টা দুই তিন পর।প্রথম প্রথম অস্বস্তি হলেও এখনপাথরের মতো বসে থাকতে থাকতে মাথা পাথরের মতো ভারী হয়ে যায়,তারপর সেও পাথর হয়ে যায়।দেখতে দেখতে ৩০ বসন্ত পার,লজ্জা কমে গেছে কিন্তু খিদে যেন বেড়ে চলেছে জিনিসের দামের সাথে পাল্লা দিয়ে।
তাঁর উন্মুক্ত বুক দেখে,শরীরের ভাজ,বসার ভঙ্গিমা,শাখাপ্রশাখা দেখে বানানো মূর্তি,ছবি সব চড়া দাম পায়,অথচ মানুষ নীতির দাম কই? সেই প্রদর্শনীতে কখনও ডাক পায়না নীতিরা।বিক্রির কমিশন আশা সে করেনা।
অথচ সবাই বলে ন্যুড মডেল হল শিল্পের প্রাণ।আর্ট স্টুডেন্টদের দেওয়া সম্মান কেবল ঐ চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

দুএকজন অবশ্য নীতির প্রতিকৃতি একে উপহার দেয়,যেগুলো এক কামরা বাসার রঙচটা দেওয়াল আলো করে রয়েছে।
টাকার সমস্যা ছাড়াও সমস্যা অনেক,আলাদা আলাদা সিটিং এর বাহানায় অনেকে তাকে অন্যরকম সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার ইঙ্গিতও করেছে মাঝেমধ্যে।

নরম মাটিতেই সবাই আঁচড়াতে চায়।সব মুখবুজে সয়ে গেছে নীতি কারণ মা বলতেন যে সয় সেই রয়।

নীতি এখনও স্বপ্ন দেখে ছেলেটা বড়মানুষ হবে,এককামরার ঘরখানি বড় হবে,সিংহসাসনে লক্ষীর ঘট বসবে,একটা ছোট্ট ফুলের বাগান হবে।

অথচ সুখ নীতির কাছে পদ্মপাতায় জল,যা মাসে একদিন মাংস বা সপ্তাহ খানেক ভরপেট ডাল ভাতেই সন্তুষ্টি খুঁজে নেয়।

নীতির দুঃখ আমি জেনেছি কিন্তু অনুভব করতে পারিনি।অনেকটা মোমবাতির মতো ব্যাপার- নিজে জ্বলে অন্যকে আলোকিত করা।

এত সমস্যাতেও নীতির মুখে সবসময়ই বসন্তের আলো খেলা করত,বলত শরীরের আর কি মরলেই ছাই। নীতির সাথে সময় কাটানোর ইচ্ছে ছিল,কলেজের ভিড় চৌহদ্দি তে নয়,নিজের মতো একান্তে।

শিল্পী নীতির বদলে রক্তমাংসের নীতি কে কাছে চেয়েছিলাম।

কত কী বেলাগাম কল্পনা,শুনেছিলাম রাজা রবি বার্মারও এরকম পার্সোনাল মডেল ছিল,সুগন্ধা। উন্মাদ ভাবনারা ফিনিক্স হয়ে ডানা ঝাপটাত রোজ।মনে মনে নীতির নাম দি সুগন্ধা।কিন্তু নিষিদ্ধ ইচ্ছে পূর্ণতা পায়নি।নীতিও কখনো সুগন্ধা হয়ে ওঠেনি।

নীতির সাথে আর দেখা হয়নি বেশ কয়েকবছর ,আমিও অন্য কাগজে যোগ দিই।শুনেছিলাম আর্ট কলেজ টা নাকি বন্ধ হয়ে গেছে।

নীতিকে আবার দেখলাম সেরকমই অভ্যস্ত হাতে উন্মুক্ত করছে শাড়ির আগল,দাঁড়িয়ে ঘরের এক কোণে।মাঝখানে গোটাকত বসন্ত অতিক্রান্ত।
ওর মুখে বসন্তের আলো উধাও,গালে কড়া রঙ ছাপিয়ে বলিরেখা স্পষ্ট,ফাটা ঠোটে গাড় লিপস্টিক।দৃষ্টি মরা মাছের।

জায়গাটা পরিচিত শহরের ততোধিক পরিচিত নিষিদ্ধ পল্লী।
আমি নিজেকে না বিক্রি করলেও লোকে একটু একটু করে প্রতিদিন আমাকে কিনে নিচ্ছিল।তাছাড়া লাবণ্য ছেড়ে গেলেও খিদে যায়নি,তাই ফের দাঁড়াতে হল-এবার রঙ মেখে।
শিল্পী নীতি আর্ট কলেজেই বিসর্জন গেছে।ওর একনাগাড়ে বলা কথাগুলো আমার দীর্ঘশ্বাস মনে হল।

আমি আর নীতি এখন একান্তে,ঠিক আমার একদা আদিম ইচ্ছের মতো।বাকি শরীরও উজার করল সে।
নীতি আমার সামনে সম্পূর্ণ নিরাবরণ।
আমি চোখ বুজি...
চোখ বুজি নগ্ন বাস্তব থেকে।
আমার হাত থেকে ঘাম ভেজা নোটগুলো নিল নীতি,কোথাও যেন শুনেছিলাম টাকা হল গঙ্গাজল গঙ্গাজলে পাপ নেই।

ওর নগ্ন দেহ এখন আচ্ছাদন চায়,আর্থিক নিরাপত্তার আচ্ছাদন।

আমার মনে হল এ শহরে শুধু দেওয়ালই দেওয়াল কোনো জানলা নেই...